বলিতেছেন—হে রাজন্। বিষয় বলিয়া কোনও বাস্তব বস্তু নাই, কিন্তুজড়ীয় পদার্থের সহিত মনের সঙ্কল্ল বাখাটিই বিষয়। অতএব, জড়ীয় পদার্থের সহিত মানস সঙ্কল্লের নিরোধ করিয়া ভজন করিলে অবশ্যই অভয়-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই দ্বৈতপ্রপঞ্চ যল্পপি আত্মাতে নাই, তথাপি অনবরত জড়ীয় পদার্থের সঙ্কল্লকারীর বৃদ্ধি দারাই বিষয় হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নে ব্যাঘ্র, সর্প, রথ প্রভৃত্তি উপস্থিত না থাকিলেও মানস-সঙ্কল্লে প্রতিভাত হয়, অথবা জাগ্রত অবস্থাতেই মানস-অভিনিবেশে বিষয়ান্থরের ধ্যান করিতে করিতে যথাস্থিত দেহের কথা একেবারে ভুলিয়া সঙ্কল্লিত বিষয়ে আবিষ্ট হইয়া পড়ে। ব্যবহারিক সকল বিষয়েই ঐ প্রকার বৃদ্ধিতে হইবে অতএব, যে মন সতত জড়ীয়-বিষয়ের সঙ্কল্ল ও বিকল্প করিতেছে, দেই মন্টিকে নিরোধ করিলেই অব্যভিচারিণী অর্থাৎ হৃদয়ে শ্রীহরি ভিন্ন জন্ম বিষয়ের ফুর্তি না হওয়া-রূপ ভক্তির উদয় হইতে পারে, এবং সেই অব্যভিচারিণী ভক্তি হইতে অভয় লাভ হইয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ॥ ৬০॥

দ্বয়ঃ প্রধানাদি-দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ যতপ্যবিত্তমান আত্মনি শুদ্ধে ন বিতাতে এবেত্যর্থঃ
তথাপি ধ্যাতু রবিতাময়-ধ্যানযুক্তস্ত সতস্তস্ত ধিয়া অবভাতি তম্মিন্ শুদ্ধেইপি কল্পাত
এবেত্যর্থ। যথা স্বপ্নো মনোরথক্চ তথেত্যর্থঃ। তত্তমাৎ কর্মানি সঙ্কল্লয়তি
বিকল্লয়তি চ যানস্তলিয়চ্ছেত্তত্ব্দাব্যভিচারিণা ভক্ত্যা ভল্লনাদভ্য়ং স্তাদিতি ভারঃ।
নম্ম তথাপি মনোনিরোধরপেণ যোগাভ্যাদেন ভক্তকৈবল্যব্যভিচারঃ স্তাদিত্যাশক্ষ্য
তক্ত্যৈব ক্রিয়মানয়া তদাসক্তব্বেন স্বতঃএব মনোনিরোধোইপি স্তাদিতি তনাত্রতোপায়মাহ দ্বিতীয়েন—

শৃন্বন্ স্বভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে জন্মানি কর্মাণি চ যানি লোকে। গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ।। ৬১।।

দয়ঃ—প্রধানাদি দৈতপ্রপঞ্চ। যতপি অবিত্যমান অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপে সেই প্রপঞ্চ নাই—এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে, তথাপি অবিতাময়
ধ্যানযুক্ত ধ্যানকারীর সঙ্কল্প সত্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অর্থাৎ সেই
বিশুদ্ধ জীব চৈতন্তও কল্পিতই হইয়া থাকে—এইরূপ অর্থ ই সুসঙ্গত। যেমন
স্বথ্যে এবং মনোরথে বস্তুতঃ কেবল মানস-সঙ্কল্প-আবেশেই অসংবস্তু সংরূপে
প্রতিভাত হইয়া মনের উপরে ক্রিয়া করিয়া থাকে, এস্থলেও সেই প্রকারই
বুঝিতে হইবে। অতএব, বিবিধ কর্ম্মের সঙ্কল্প ও বিকল্পকারী মন্টিকে
নিয়মিত করিবে। সেই মনকে সংযত করিতে পারিলেই অব্যভিচারিশী
ভক্তির দ্বারা ভজন হইতেই অভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাই শ্লোকের